সংবাদ

তারিখ 23 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এমবিবিএস সার্টিফিকেট মিলছে ২-৩ লাখ টাকায়!

● জালিয়াত চক্রের ৬ জন আটক, ১৪ ভুয়া চিকিৎসক চিহ্নিত

বাকী বিল্লাহ

দুই থেকে তিন লাখ টাকায় এমবিবিএস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাসের সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। এ জাল সার্টিফিকেট কিনে অনেকে লন্ডনে গেছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনের অভিযোগের ভিত্তিতে এক চিকিৎসকসহ ৬ জালিয়াতকে পল্টন থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তারা স্বীকার করেছে নকল এমবিবিএস সার্টিফিকেট দিয়ে প্রায় ২ বছর ধরে লন্ডনে লোক পাঠানো হচ্ছে। জাল সার্টিফিকেট দিয়ে লন্ডনে পাঠানো ১৪ জন ভুয়া চিকিৎসককেও চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের পল্টন থানা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

গ্রেফতারকৃত ৬ জালিয়াত হলো– ডা. সামছুল আলম আজাদ, মাঈন উদ্দিন শেখ ওরফে মোহন, আলী আকবর, মো. শাহজাহান, মো. হাসান ও মো. মোস্তাফিজ। এই ৬ জালিয়াতের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ২৩০টি জাল এমবিবিএস সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়েছে।

পল্টন মডেল থানার এসি আয়শা সিদ্দিকা 'সংবাদ'কে জানান, জালিয়াত চক্র ২০০৬ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রির সার্টিফিকেট জাল করে লন্ডনে আদম পাচার করছে। ব্রিটিশ হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ জাল সার্টিফিকেট দিয়ে লোক -পাঠানোর ঘটনা অনুসন্ধান তদন্ত চালিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ঘটনাটি পল্টন থানা পুলিশকে জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট : পৃষ্ঠা : ১১ ক

সার্টিফিকেট : মিলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পল্টন থানার এসির নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়।

গত বুধবার পুলিশ জানতে পারে, ৫৩ পুরানা পল্টনের একটি ভবনের ৬ তলায় জাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট তৈরি হচ্ছে। দুপুরে পল্টন থানার এসি আয়শা সিদ্দিকার নেতৃত্বে পুলিশ এপেক্স ট্রেডার্সে অভিযান চালিয়ে ৩ জালিয়াতকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ২৩০টি জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে এমবিবিএস, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সার্টিফিকেট রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ টানা অভিযান চালিয়ে আরও ৩ জালিয়াতকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে একজন সামছুল আলম আজাদ নামে চিকিৎসক রয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পরীক্ষায় পাস করেছেন বলে পুলিশকে জানান।

রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে ৬ জালিয়াত পুলিশকে জানায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে লন্ডনে জাল এমবিবিএস সার্টিফিকেট দিয়ে লোক পাঠানোর কথা স্বীকার করেছে। তারা প্রতিটি এমবিবিএস সার্টিফিকেট ২ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকায় বিক্রি করত। আর এ জাল সার্টিফিকেট হাইকমিশনে জমা দিয়ে এ পর্যন্ত অনেকে লন্ডনে গেছেন। এর মধ্যে ১৪ জনকে হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করেছেন। এসব ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের ধরার জন্য জালিয়াতচক্রকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গেছে।

মেডিকেল ইউনিভার্সিটির এক কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, ইউনিভার্সিটির সিল সই জাল করে অনেকে জাল স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সার্টিফিকেট তৈরি করে হাইকমিশনে জমা দিয়েছে। হাইকমিশন এর সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযানের আগে মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তদন্ত করেছেন। সেখান থেকে তারা সার্টিফিকেট জালিয়াতির সত্যতা নিশ্চিত হয়েছেন বলে ওই কর্মকর্তা জানান।